দৈনিক জনকণ্ঠ 46 তারিখ 30 JUL 1998 পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

দুই স্তরবিশিষ্ট আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে

আহমেদ দীপু

দেশে দুই স্তরবিশিষ্ট আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হবে। একই সাথে শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সরকারী কর্মকমিশনের মতো প্রতিষ্ঠা করা হবে পৃথক কর্মকমিশন। জাতীয় শিক্ষানীতিতে এসব ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক ও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক স্তর নামকরণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে এই ব্যবস্থা চালু হবে। দুই হাজার তিন সালের মধ্যে ছয় বছর মেয়াদী, দুই হাজার ছয় সালের মধ্যে সাত বছর এবং দুই হাজার দশ সালের মধ্যে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট আট বছর মেয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে। কারণ বর্তমানে চালু পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের জীবন সমস্যা সমাধানের উপযোগী সাক্ষরতা জ্ঞান, দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হচ্ছে না। ক্রমাগত জীবন ও সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির ফলে সারা বিশ্বেরই শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিকাল বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শিশুদের বুনিয়াদি শিক্ষার আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতি রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেহেতু এ ব্যবস্থা চালুর জন্য স্কুলগুলোর ভৌত সুযোগ-সুবিধা কম, কাজেই এগুলো বাড়ানোর জন্যই সময় নেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা প্রচলিত রয়েছে। যেমন জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা, এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা, বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত স্কুলে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ফলে শিক্ষা জীবনের শুরুতেই শিশুদের যোগ্যতার সঙ্গে যেমন তারতম্য গড়ে ওঠে, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধেও ভিন্নতা তৈরি হয়। এ কারণে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই এই বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে প্রাথমিক স্তরে সবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম হবে দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদা, শিশুদের দেহমনের পুষ্টি এবং তাদের সংস্কৃতি চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান। তৃতীয় শ্রেণী থেকে এর সাথে যোগ হবে ইংরেজী এবং ধর্ম। উচ্চ প্রাথমিক স্তরের (ষষ্ঠ-অষ্টম) পাঠ্যক্রম হবে বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সাধারণবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, বহুমুখী শিখন (কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি) ধর্ম, ললিতকলা, স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা। এছাড়া নিম্ন প্রাথমিক স্তরে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয় থাকবে।

নতুন এই ব্যবস্থায় একজন শিক্ষকের বিপরীতে শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ৩৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু করা হবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।